

## কালিমা তুল্লাহ্

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

#### রুকু ৬

(১)অতঃপর হযরত ইসা আ. গালিল লেকের ওপারে গেলেন। একে তিবিরিয়া লেকও বলা হয়। (২)বিশাল এক জনতা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো, কারণ রোগীদের ওপর তিনি যে-মোজেজা দেখাচ্ছিলেন তা তারা দেখেছিলো। (৩)হযরত ইসা আ. পাহাড়ের ওপরে উঠে তাঁর সাহাবীদের সাথে বসলেন। (৪)তখন ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়েছিলো। (৫)হযরত ইসা আ. বিশাল এক জনতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, “এই লোকদের খাওয়ানোর জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনবো?” (৬)তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি একথা বললেন, কারণ তিনি যা করবেন তা তিনি জানতেন।

(৭)হযরত ফিলিপ রা. উত্তর দিলেন, “এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু করে দিলেও একজনের ছয় মাসের আয়েও কুলাবে না।” (৮)তাঁর এক সাহাবি, হযরত সাফওয়ান পিতরের ভাই হযরত অন্ড্রিয়ান রা., (৯)তাঁকে বললেন, “এখানে একটি ছেলে আছে, যার কাছে পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ আছে। কিন্তু এতো মানুষের মধ্যে এতে কী হবে?” (১০)হযরত ইসা আ. বললেন, “লোকদের বসিয়ে দাও।” সেখানে অনেক ঘাস ছিলো, তাই তারা বসে পড়লো; সব মিলে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিলো।

(১১)তখন হযরত ইসা আ. রুটি নিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিলো, তাদেরকে তা দিলেন। একইভাবে মাছও দিলেন। তারা যতো চাইলো ততোই দিলেন।

(১২)তারা সন্তুষ্ট হলে পর তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, “অবশিষ্ট টুকরোগুলো জমা করো, যেনো কিছুই নষ্ট না হয়।” তাই তারা সবকিছু জমা করলেন। (১৩)এবং পাঁচটি রুটি থেকে সব লোকদের খাবার পর যা অবশিষ্ট রইলো তা দিয়ে তারা বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

(১৪)লোকেরা তাঁর এই মোজেজা দেখে বলতে লাগলো, “যে-নবির দুনিয়াতে আসার কথা ছিলো, ইনি নিশ্চয়ই তিনি।” (১৫)হযরত ইসা আ. যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকেরা জোর করে তাঁকে বাদশা বানানোর জন্য আসছে, তখন তিনি সেই জায়গা ছেড়ে আবার পাহাড়ে চলে গেলেন। (১৬)সন্ধ্যায় তাঁর হাওয়ারিরা লেকের পাড়ে গিয়ে নৌকায় উঠলেন এবং লেকের ওপারের কফরনাহুমের দিকে চললেন। (১৭)তখন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং হযরত ইসা আ. তখনো তাদের কাছে আসেননি। (১৮)ঝড়ো-হাওয়ার কারণে লেকে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠলো।

(১৯)তিন-চার মাইল যাবার পর তারা দেখলেন যে, হযরত ইসা আ. পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের দিকে আসছেন এবং তারা খুব ভয় পেলেন। (২০)কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “ভয় করো না, এ তো আমি।” (২১)তখন তারা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন আর তারা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে গেলো।

(২২)পরদিন সকাল পর্যন্ত যে-লোকেরা লেকের পাড়ে রয়ে গিয়েছিলো, তারা দেখেছিলো যে, আগের দিন সেখানে মাত্র একটি নৌকা ছিলো। তারা এও দেখেছিলো যে, হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সাথে নৌকায় ওঠেননি কিন্তু তারা তাঁকে ছাড়াই চলে গেছেন।

(২৩)তখন হযরত ইসা আ. যেখানে শুকরিয়া জানিয়ে রুটি খাইয়েছিলেন, সেখানে তিবিরিয়া থেকে কয়েকটি নৌকা এলো। (২৪)যখন তারা দেখলো যে, হযরত ইসা আ. বা তাঁর হাওয়ারিরা কেউই সেই নৌকাগুলোতে আসেননি, (২৫)তখন তারা নিজেরাই নৌকাগুলোতে উঠে তাঁকে খুঁজতে কফরনাহমের দিকে চলে গেলো। লেকের ওপারে তাঁকে পেয়ে তারা বললো, “হুজুর, আপনি কখন এখানে এসেছেন?”

(২৬)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা মোজেজা দেখেছো বলে নয়, বরং তোমরা পেট ভরে রুটি খেয়েছো বলে আমার খোঁজ করছো। (২৭)যে-খাবার নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয় বরং ইবনুল-ইনসান যে-খাবার দেন, যা আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেয়, তার জন্য কাজ করো। এজন্যই প্রতিপালক আল্লাহ তাঁকে নিযুক্ত ও মূদ্রাঙ্কিত করেছেন।”

(২৮)তখন তারা বললো, “আল্লাহর কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে?” (২৯)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনাই হচ্ছে তাঁর কাজ।” (৩০)তাই তারা তাঁকে বললো, “কী মোজেজা আপনি আমাদের দেখাতে যাচ্ছেন, যা দেখে আমরা আপনার ওপর ইমান আনতে পারি? কী কাজ আপনি করছেন? (৩১)আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মরু ভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। যেমন লেখা আছে, ‘তিনি আসমান থেকে তাদের রুটি খেতে দিয়েছিলেন।’ ”

(৩২)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, হযরত মুসা আ. তোমাদের রুটি দেননি (৩৩)কিন্তু আমার প্রতিপালকই বেহেস্ত থেকে তোমাদের আসল রুটি দেন। কারণ আল্লাহর রুটি হলো তাই, যা বেহেস্ত থেকে নেমে আসে এবং দুনিয়াকে জীবন দেয়।”

(৩৪)তারা তাঁকে বললো, “হুজুর, এই রুটি আমাদের সব সময় দিন।” (৩৫)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমিই জীবন-রুটি। যে কেউ আমার কাছে আসে, তার কখনো খিদে পাবে না এবং যে আমার ওপর ইমান আনে, তার কখনো পিপাসা পাবে না। (৩৬)আমি তোমাদের বলছি, আর তোমরা আমাকে দেখছো, তবুও বিশ্বাস করছো না।

(৩৭)প্রতিপালক আমাকে যা-কিছু দেন তা আমার কাছে আসবে (৩৮)এবং যে কেউ আমার কাছে আসবে, আমি তাকে ফেলে দেবো না। কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করার জন্য নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্যই আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি। (৩৯)এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা হলো এই- তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তার কিছুই যেনো না হারাই কিন্তু কেয়ামতের দিন ওঠাই। (৪০)নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা এই যে, যতোজন আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দেখে এবং ইমান আনে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের ওঠাবো।”

(৪১)তখন ইহুদিরা অভিযোগ করতে লাগলো। কারণ তিনি বলেছিলেন, “আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে আসা রুটি।” (৪২)তারা বলছিলো, “এই হযরত ইসা আ. কি হযরত ইউসুফের ছেলে নয়, যার বাবামাকে আমরা চিনি? এখন সে কীভাবে বলছে যে, ‘আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি’ ?”

(৪৩)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। (৪৪)যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই প্রতিপালক কাউকে না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসে না; এবং কেয়ামতের দিন আমিই সেই লোককে ওঠাবো।

(৪৫)নবিরা লিখে গেছেন, ‘আল্লাহ তাদের সবাইকে শেখাবেন।’ যতোজন প্রতিপালকের কাছ থেকে শুনেছে ও শিখেছে, তারা আমার কাছে আসবে। আল্লাহর কাছ থেকে যিনি এসেছেন,

(৪৬)তিনি ছাড়া প্রতিপালককে কেউ দেখেনি; তিনিই তাঁকে দেখেছেন। (৪৭)আমি সত্যিই বলছি, যে ইমান আনে সে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত।

(৪৮)আমিই জীবনের খাবার। (৪৯)তোমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন এবং তারা মারা গেছেন। (৫০)এই সেই খাবার যা বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে, যেনো যে এ-খাবার থেকে খায় সে না মরে। (৫১)আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে আসা জীবন-খাবার। যে কেউ এই খাবার থেকে খায়, সে চিরদিন বেঁচে থাকবে এবং দুনিয়ার জীবনের জন্য আমি যে-খাবার দেবো তা হচ্ছে আমার শরীর।”

(৫২)তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে এই বলে তর্কাতর্কি করতে লাগলো, “এই লোক কীভাবে আমাদেরকে তার শরীর খেতে দেবে?”

(৫৩)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যদি তোমরা ইবনুল-ইনসানের শরীর না খাও ও তাঁর রক্ত পান না করো, তাহলে তোমাদের জীবন নেই।

(৫৪)যারা আমার শরীর খাবে ও আমার রক্ত পান করবে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের ওঠাবো। (৫৫)কারণ আমার শরীরই আসল খাবার এবং আমার রক্ত আসল পানীয়। (৫৬)যারা আমার

শরীর খায় ও আমার রক্ত পান করে, তারা আমার সাথে যুক্ত হয় এবং আমি তাদের সাথে যুক্ত হই। (৫৭)যেভাবে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমি তাঁর কারণে বেঁচে থাকি, তেমনিভাবে যারা আমাকে খায়, তারা আমার কারণে বেঁচে থাকে। (৫৮)এই খাবারই বেহেস্ত থেকে এসেছে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা খেয়েছেন ও মারা গেছেন, এটি তার মতো নয়। কিন্তু এই খাবার যে খায়, সে চিরদিন বেঁচে থাকবে।”

(৫৯)কফরনাছমের সিনাগোগে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব বলছিলেন। (৬০)তাঁর অনেক সাহাবি এসব শুনে বললেন, “এ-শিক্ষা খুবই কঠিন, কে তা গ্রহণ করতে পারে?” (৬১)কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন বুঝলেন যে, তাঁর সাহাবিরা এ-বিষয়ে অভিযোগ করছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, “এই শিক্ষা কি তোমাদের কষ্ট দিচ্ছে? (৬২)তাহলে ইবনুল-ইনসান আগে যেখানে ছিলেন, তাঁকে সেখানে যেতে দেখলে কী বলবে? রুহই জীবন দেয়, শরীর কিছু নয়। (৬৩)যে-কালাম তোমাদের কাছে বলা হয়েছে তা-ই রুহ ও জীবন। (৬৪)কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা ইমান আনবে না।” কারণ হযরত ইসা আ. প্রথম থেকেই জানতেন যে, কে তাঁর ওপর ইমান আনবে না এবং কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে। (৬৫)তিনি বললেন, “এজন্য আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ না চাইলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।” (৬৬)এর ফলে তাঁর অনেক উম্মত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো এবং তাঁর পেছনে আর এলো না।

(৬৭)তাই হযরত ইসা আ. বারোজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরাও কি চলে যেতে চাও?”

(৬৮)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. উত্তর দিলেন, “হুজুর, আমরা কার কাছে যাবো? আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার কালাম তো আপনার কাছেই আছে। (৬৯)আমরা জেনেছি এবং ইমান এনেছি যে, আপনিই আল্লাহর পবিত্রজন।” (৭০)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি কি তোমাদের বারোজনকে বেছে নেইনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন ইবলিস আছে।” (৭১)ইহুদা ইবনে সিমোন ইষ্কারিয়োটের বিষয়ে তিনি একথা বলছিলেন। যদিও তিনি বারোজনের একজন ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন।